রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৫ সনের ৪১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৯, ২০২৫

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪৩২/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৩.০০৭.২৩-১০৮—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন "পোল্ট্রি" শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিল-ক ও তফসিল-খ তে বর্ণিত মজুরির হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, যথক্রমে উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নিম্নতম মজুরি হার হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা:—

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(৮৯৩)

তফসিল "ক"

শ্রমিকগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্র. নং	শ্রমিক শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	গ্রেড-১: ১। হ্যাচারী অপারেটর ২। পোল্ট্রি অপারেটর	১৪,০০০/-	৭,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২৩,০০০/-
২।	গ্রেড-২: ১। সুপারভাইজার (হ্যাচারী, পোল্ট্রি, ফিড মিল) ২। পোল্ট্রি টেকনিশিয়ান ৩। সহকারী হ্যাচারী অপারেটর ৪। প্যালেটিং অপারেটর ৫। সহকারী অপারেটর	১২,০০০/-	৬,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২০,০০০/-
৩।	গ্রেড-৩: ১। ডে ওল্ড চিক গ্রেডার ২। র‍্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলার ৩। মিক্সিং অপারেটর ৪। জুনিয়র টেকনিশিয়ান ৫। সহকারী সুপারভাইজার (হ্যাচারী, পোল্ট্রি, ফিড মিল)	১০,০০০/-	৫,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৭,০০০/-
৪।	গ্রেড-৪: ১। পোল্ট্রি এটেনডেন্ট ২। লিটার পরিষ্কারক ৩। খাদ্য পরিবেশনকারী ৪। প্যাকার ৫। ডে ওল্ড চিক প্যাকার ৬। ডিম সংগ্রহকারী ৭। সাধারণ শ্রমিক/হেলপার	৭,৫০০/-	৩,৭৫০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৩,২৫০/-
৫।	**শিক্ষনবিশ শ্রমিক:**	(ক) শিক্ষানবিশিকাল ৩ (তিন) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশিকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশিকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। (খ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৯,৫০০/- (নয় হাজার পাঁচশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

তফসিল "খ"

কর্মচারীগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্র. নং	কর্মচারী শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	গ্রেড-১: ১। সহকারী নিউট্রিশনিস্ট ২। কম্পাউন্ডার ৩। একাউনটেন্ট ৪। সহকারী অফিসার/জুনিয়র অফিসার	১৪,০০০/-	৭,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২৩,০০০/-
২।	গ্রেড-২: ১। স্টোর কিপার ২। ক্যাশিয়ার ৩। অফিস সহকারী ৪। ড্রাইভার	১২,০০০/-	৬,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২০,০০০/-
৩।	গ্রেড-৩: ১। পিয়ন ২। দারোয়ান ৩। নাইটগার্ড ৪। বাবুর্চি	৯,৮০০/-	৪,৯০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৬,৭০০/-
৪।	গ্রেড-৪: ১। সহকারী বাবুর্চি	৭,৫০০/-	৩,৭৫০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৩,২৫০/-
৫।	**শিক্ষনবিশ কর্মচারী:**	(ক) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৯,৫০০/- (নয় হাজার পাঁচশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (খ) শিক্ষানবিশিকাল ০৬ (ছয়) মাস। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

শর্তাবলি

১। এই তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "পোল্ট্রি" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। এই তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে, উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে ছুলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরি কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্নতর গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল "ক" ও তফসিল "খ" এ উল্লিখিত মজুরি মাসিক নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না। এছাড়া উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা অধিক হারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে/এককভাবে বা শ্রমিকপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক/কর্মচারীগণকে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উক্ত শ্রমিকও, "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫)" অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে, সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি কোনোক্রমেই প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার, "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা১৬১" এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের কোনো মালিক যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) অথবা দৈনিক ভিত্তিক (Time rate/Daily Basis) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরির হার এইরূপে সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা, কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন, তাহা, "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬" এর ধারা ২(১০), ধারা ১০৮ এবং ধারা ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১১। তফসিলে উল্লিখিত "নিম্নতম মজুরি" সমন্বয়সহ ০১ (এক) বৎসরের কর্মকাল অতিক্রান্তে শ্রমিক/কর্মচারীগণের মূল মজুরি ইতোমধ্যে প্রাপ্ত মজুরির ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরেও উহা একই হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরি ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা হয়; তবে এক বৎসর কর্মরত থাকার পর তাহার বাৎসরিক মজুরি ৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরি ৭,৮৭৫/- (সাত হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকা হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মূল মজুরি ৭,৮৭৫/- (সাত হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকার ৫% বৃদ্ধি পাইয়া ৮,২৬৮.৭৫ (আট হাজার দুইশত আটষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক/কর্মচারীগণ "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

১৩। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের শ্রমিক/কর্মচারীগণ এর মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

১৪। উক্ত সেক্টরের মালিকগণ যদি শ্রমিক-কর্মচারীগণের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে আবাসন সুবিধা প্রদান করিয়া থাকেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবাসন সুবিধা গ্রহণকারী শ্রমিক/কর্মচারীগণের জন্য বাড়ী ভাড়া ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐক্যমতের ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণে নির্ধারিত হইবে।

১৫। এই প্রজ্ঞাপনে কোনো অংশ বাংলাদেশে প্রচলিত "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উক্ত অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।